



89677 - যবে ব্যক্তি অনেকেবার কসম করেছে; কনিতু সগেলোর কাফফারা আদায় করেনি

প্রশ্ন

আমি খুব দ্রুত রগে যাই এবং দ্রুত কসম করি। প্রায়শঃ আমি যবে কসম করি সগেলো লঙ্ঘন করি। আমি জানি না কতগুলো কসমের কাফফারা আমার জমা হয়েছে। সংখ্যায় সগেলো গুণে শেষে করতে পারব না। আমি আমার উপর আবশ্যক হওয়া কাফফারা আদায় করতে চাই। আমার করণীয় কী? কসম ভঙ্গের কাফফারা আদায়ের জন্য কি পরিবার-আত্মীয়দের দুপুরবলো খাবারের দাওয়াত দলি হব? স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কসম করে যদি সটো ভাঙা হয়, তাহলে কি কাফফারা আবশ্যক হব? উল্লেখ্য, তালাক দেওয়ার শপথের সময়ে কৃত নয়িত অজানা। কনিতু প্রবল ধারণা যবে সটো তালাকের উদ্দেশ্য নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

বশে বিশে কসম করা মাকরুহ। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আর আপনি আনুগত্য করবেন না এমন প্রত্যকে ব্যক্তির যবে অধিক শপথকারী, লাঞ্ছতি।” [সূরা কলম: ১০] এখানে এমন ব্যক্তির নিন্দা করা। এ নিন্দার দাবি হল তার কাজটি মাকরুহ (অপছন্দনীয়) হওয়া হব। যমেনটা ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ “আল-মুগনী” (১৩/৪৩৯) বইয়ে বলছেন।

দুই:

যবে ব্যক্তি একাধিক কসম করেছে এবং কসম ভঙ্গ করেছে, কনিতু সগেলোর কোনোটোর কাফফারা আদায় করেনি, তার দুটো অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: কসমগুলো একই বিষয়ে হব। যমেন সবে বলল: আল্লাহর কসম! আমি ধূমপান করব না। তারপর কসম ভঙ্গ করল, কনিতু কাফফারা আদায় করেনি। এরপর আবার কসম করল। এমন ব্যক্তির উপর একটা কাফফারা আবশ্যক হব।

দ্বিতীয় অবস্থা: কসমগুলো ভিন্ন ভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে হব। যমেন: আল্লাহর কসম, আমি পান করব না। আল্লাহর কসম, আমি জামা পরব না। আল্লাহর কসম, আমি অমুক জায়গায় যাব না। এই সবগুলোর ক্ষেত্রে যদি সবে কসম ভঙ্গ করে, কনিতু কোনোটোর কাফফারা না দেয়, তাহলে তার উপর কি একটা কাফফারা আবশ্যক হব; নাকি অনেকেগুলো কাফফারা? এটা নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতভেদ আছে। জুমহুর (অধিকাংশ মাযহাব)-এর মতে যতবার কসম ভঙ্গ করবে, ততবার কাফফারা দিতে হব।



এটাই সঠিক মত। কারণ কসমগুলো ভিন্ন ভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে হয়েছিল। প্রতিটি কসম স্বতন্ত্র।

দখুন: আল-মুগনী (৯/৪০৬)।

শাইখ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আমি একজন যুবক। আমি আল্লাহর নামে তিনিবারে বেশী কসম করছিলাম যে, একটা হারাম কাজ থেকে আমি তাওবা করব। আমার প্রশ্ন হল: আমার উপর কী একটা কাফফারা আবশ্যিক; নাকি তিনিটা কাফফারা? এবং আমাকে কী কাফফারা দিতে হবে?

তিনি উত্তর দেন: “আপনাকে একটা কাফফারা দিতে হবে। সেটা হল দশজন মসিকীনকে খাবার দেওয়া কথিবা কাপড় দেওয়া কথিবা একজন দাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তি এর কোনটুকিরতে পারবে না সে তিনদিন রোযা রাখবে। দলিল হলো আল্লাহ সুবহানাহু বলেন: “তোমাদের বৃথা কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যসেব কসম তোমরা ইচ্ছে করে করো সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। তারপর এর কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান করা, যে খাদ্য তোমরা তোমাদের পরজিনদেরকে খেতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান করা, কথিবা একজন দাসকে মুক্ত করা। আর যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিনি দিনি রোযা রাখা। তোমরা কসম করে (ভুগ্ন করলে) এটাই তোমাদের কসমের কাফফারা। তোমরা তোমাদের কসম রক্ষা করো।” [মায়দো: ৮৯] এভাবে কোনোটো একটুকাজ করা কথিবা না-করার ব্যাপারে কসম করা হলে তার জন্য মাত্র একটুকাজ আবশ্যিক হবে; এমনটুকি একাধিকবার কসম করা হলেও। শর্ত হলো যদি দুই কসমের মাঝে প্রথম কসমের কাফফারা আদায় করা না হয়। আর যদি প্রথম কসমের কাফফারা দেওয়ার পর পুনরায় কসম করে, তাহলে কসম ভুগ্ন করলে দ্বিতীয় বার কাফফারা আবশ্যিক হবে। এভাবে যদি দ্বিতীয় বার কসম ভুগ্ন করে কাফফারা দেওয়ার পর তৃতীয় বার কসম ভুগ্ন করে, তাহলে তৃতীয় আরেকটা কাফফারা আবশ্যিক হবে।

আর যদি একাধিক কাজ করা বা না-করার ব্যাপারে বারবার কসম করা হয়, তাহলে প্রতিটি কসমের জন্য একটা করে কাফফারা দিতে হবে। যমেন কউে বলল: আল্লাহর কসম! আমি অমুকের সাথে কথা বলব না। আল্লাহর কসম! আমি ঐ খাবার খাবো না। আল্লাহর কসম! আমি অমুক জায়গায় যাব না। অথবা বলল: আল্লাহর কসম! আমি অমুকের সাথে কথা বলব। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাকে মারব ইত্যাদি।

প্রত্যেকে মসিকীনকে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রধান খাদ্যদ্রব্যের অর্ধ সা’ পরিমাণ খাবার দেওয়া আবশ্যিক। অর্ধ সা’ এর পরিমাণ প্রায় দড়ি কজো।

পোশাকের ক্ষেত্রে যে পোশাক নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট হয় এমন পোশাক দিতে হবে। যমেন: কামজি অথবা লুঙা ও চাদর। আর যদি মসিকীনদেরকে দুপুর বেলো অথবা রাত্রে বেলো দাওয়াত দিয়ে খাইয়ে দিয়ে তাহলে সেটুকু যথেষ্ট হবে। কারণ ইতঃপূর্বে উল্লিখিত আয়াতটির ব্যাপকতা এটুকুও অন্তর্ভুক্ত করে। আর আল্লাহ তাফকিদাতা।” [মাজমু ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (২৩/১৪৫) থেকে সমাপ্ত]।



তনি:

আপনি যদি নিশ্চিতভাবে কসমের সংখ্যা না জানে থাকেন, তাহলে কাছাকাছি সংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করুন। তারপর সেই কাছাকাছি সংখ্যার কাফ্ফারা প্রদান করুন (যদি সেই কসম ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে হয়ে থাকে) যতক্ষণ না আপনার প্রবল ধারণা হয় যে, আপনার উপর ওয়াজবি হওয়া কাফ্ফারা আপনি আদায় করতে পেরেছেন।

চার:

আপনার আত্মীয়রা যদি ফকরি ও মসিকীন হয় এবং তাদের মধ্য থেকে দশজনকে আপনি দুপুরে বা রাত্রে খাবারে দাওয়াত দেন, তাহলে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা হিসেবে সটো যথেষ্ট হবে। চাই আপনি তাদেরকে এক মজলসি দাওয়াত দেন কিংবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দাওয়াত দেন।

আর যে ব্যক্তি দাস মুক্ত করতে, খাওয়াতে কিংবা পোশাক দিতে পারবে না; সে তিন দিন রোযা রাখবে যমেনটি পূর্ববোক্ত আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে।

পাঁচ:

তালাকের কসম ভয়াবহ বিষয়। অধিকাংশ ফকীহের মতে এই কসম ভঙ্গ করলে তালাক হয়ে যাবে। তাই এটা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কিছু আলমে মনে করেন এর জন্য কসমকারীর নয়িত দেখতে হবে। যদি সে হুমকি দায়ো, উৎসাহিত করা, নিষিদ্ধ করা, সত্যায়ন করা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য কসম করে থাকে, তারপর সটো ভঙ্গ করে, তাহলে তার উপর কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা আবশ্যিক হবে। আর যদি তালাকের নয়িত করে, তাহলে তালাক পততি হবে। প্রত্যেকে ব্যক্তিত্বের নয়িতের ব্যাপারে নিজস্বই সবচেয়ে ভালো জানে। তার ধারণায় যদি কোনো একটা দকি প্রাধান্য পায়, তাহলে প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করেই সে আমল করবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।